রাজা - সাজা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

পড়ার আগে ভাবো

চোর যদি রাজা সাজে তবে কি দেশ চলবে ? যোগ্য ব্যক্তিরই যোগ্য পদে বসা উচিত, এ বিষয়ে তোমাদের মতামত কী ? ভেবে দেখো ?

একদিন এক রাজার ঘরে ঢুকেছিল চোর
খুট খাট খাট শব্দ শুনে ভাঙল ঘুমের ঘোর
রাজামশাই চোখ কচলে বলেন, 'কী চাই বল?'
চোর বলল, 'রক্ষা করুন', দুই চোখে তার জল
'কঠিন কোনও শাস্তি প্রভু দেবেন না আমাকে,
বাড়িতে বউ কাচ্চাবাচ্চা পড়বে দুর্বিপাকে ।'
রাজা বলেন, 'মাফ করলাম ইচ্ছেটা কী তোর
কেন রে তুই সিঁদ কেটেছিস, কেন হলি চোর ।
মনের কথা আমাকে তুই সবটা খুলে বল,
কাঁদিস নে আর কাঁদিস নে তুই মোছ দু' চোখের জল ।'

চোরের তখন অভয় পেয়ে সাহস গেছে বেড়ে,
'তাহলে কই শুনুন রাজা', হাসল গলা ছেড়ে ।
'বাচ্চা বয়েস থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল মনে,
রাজা হয়ে বসব আমি সোনার সিংহাসনে ।
রাজা হওয়ার জন্যে আমি যাচ্ছি করে চুরি,
রাজা হলেই এই পৃথিবী হবে স্বর্গপুরী ।'
রাজা বলেন মুচকি হেসে, 'এতই যখন সাধ,
তোকে রাজা করে দেব কাল হলে প্রভাত ।'
চোর বসল সিংহাসনে হয়ে দেশের রাজা
পরল মুকুট এবং আরও ইচ্ছে ছিল যা-যা ।
মন্ত্রী এসে বলেন, 'প্রভু ওদিক পানে খরা,
ত্রাণসামগ্রী পাঠানো চাই দেরি না করে ত্বরা ।'
সেনাপতি বলেন এসে, 'এল শত্রু-সেনা,
সৈন্য চাই, সৈন্য চাই, দেরি তো চলবে না ।'
কোটাল এসে বলেন, 'হুজুর শান্তি নেইকো দেশে,
ধান গম সব লুঠ করেছে লুঠেরারা এসে ।
দেরি না করে শুরু করুন হে প্রভু ধরপাকড় ।'
কৃষিজীবী বলেন এসে, 'বাড়ছে পোকামাকড়,
দেরি না করে ছড়াতে হবে প্রভূত কীটনাশক ।'
'বিদ্রোহী দেয় মাথা চাড়া', বলেন জেলাশাসক ।
চোর-মহারাজ দু'কানে হাত দিয়ে বলে, 'বাঁচাও,
এর চেয়ে দেখি অনেক সুখের জেলের লোহার খাঁচাও ।

সিংহাসনে বসিয়ে প্রভু অনেক দিলেন সাজা,
চাই না আমি চাই না হতে আর যে দেশের রাজা ।'

জেনে রাখো ঃ

দুর্বিপাক — অশুভ পরিণাম

প্রভূত — অনেক

সিঁদ — প্রধানতঃ চুরি করার উদ্দেশ্যে ঘরের দেওয়ালে বা ভিতে কাঁটা সুড়ঙ্গ ।

অভয় — ভয়হীন

কবি পরিচয় ঃ

সাধনা মুখোপাধ্যায় — জন্ম এলাহাবাদে ১৯৩৪ সালে । তিনি আধুনিক বাংলা মহিলা কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য । ছোটদের আনন্দ মেলা পত্রিকার দায়িত্ব ১৫ বছর ধরে পালন করেছেন । কবিতা, ভূগোলের সরস বই, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি, ছোটদের জন্য অসংখ্য ছড়া ও গল্প লিখেছেন। শিশু সাহিত্যিক হিসাবে তিনি বিখ্যাত । প্রায় তিরিশটি রান্নার বই লিখেছেন । তিনি সাহিত্যিক হিসাবে বহু পুরস্কার পেয়েছেন ।

কাব্য পরিচয় ঃ

রাজার ঘরে চুরি করতে এসে চোর ধরা পড়ে । রাজা চোরের কাছে তার চুরির কারণ জানতে চাইলেন । চোর অভয় পেয়ে রাজা হওয়ার গোপন ইচ্ছা রাজার কাছে ব্যক্ত করল এবং এইজন্যই সে চুরি করে অর্থ সঞ্চয় করছে । রাজা মৃদু হেসে পরদিন তাকে সিংহাসনে বসালেন । মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল, কৃষক, জেলাশাসক প্রত্যেকেই দেশের নানা অভাব-অভিযোগ এনে উপস্থিত করল । রাজার পোশাকে দিশেহারা চোর । তার কাছে রাজা সাজা জেলখানার থেকেও কঠিন শাস্তি বলে মনে হোল ।

পাঠবোধ ঃ

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

1. সাধনা মুখোপাধ্যায় লিখিত পাঠটির নাম কী ?
2. রাজার ঘরে একদিন কে ঢুকেছিল ?
3. রাজার ঘুম কেমন করে ভাঙলো ?
4. চোর চুরি কেন করতো ?
5. চোরের মনে কোন্ ইচ্ছা ছিল ?
6. চোর কেন রাজা হতে চেয়েছিল ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

7. চোর কেন রাজাকে অনুরোধ করেছিল তাকে কঠিন শাস্তি না দেওয়ার জন্য ?
8. সেনাপতি ও মন্ত্রী রাজার কাছে কোন্ সমস্যা নিয়ে এসেছিল ?
9. কৃষি জীবির সমস্যাই বা কী ছিল ?
10. চোরের মতে রাজ সিংহাসন থেকে অনেক বেশি সুখের জেলের লোহার খাঁচা – কেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

11. সিংহাসনে বসার পরে চোর কেন আর দেশের রাজা হতে চাইলো না ? নিজের মতো করে লেখো ।
12. চোর রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলে নানা দিক থেকে যে সব সমস্যা আর সামনে এলো, সে বিষয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

বউ	রাজা
চোর	মহারাজ

2. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

প্রভাত	স্বদেশ
প্রভু	সুখ
হাসি	ইচ্ছা

3. প্রায় সমান উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লেখো ঃ

দিন, দীন	চুরি, চুড়ি	সুখ, শুক
সোনা, শোনা	মন, মণ	সব, শব

4. শুদ্ধ বানান লেখো ঃ

দুবিপাক	প্রভুত	সিংহাসন
ধড়পাকড়	ত্রান	মুকুট

করতে পারো ঃ

'রাজা-সাজা' কবিতাটি তোমরা স্কুলে বন্ধুরা মিলে অভিনয় করতে পারো । রাজার পোশাক, গয়না, মুকুট, ইত্যাদি রাংতা, রঙিন কাগজ ইত্যাদি দিয়ে নিজেরা বানাও । কেউ রাজা, কেউ চোর, মন্ত্রী, সেনাপতি, কৃষক প্রভৃতি কবিতার চরিত্রগুলি সাজো । যে যে চরিত্র সাজবে তারা কথোপকথনগুলি কবিতার ভাষায় লিখে মুখস্ত করে নিয়ে মঞ্চস্থ করো ।